দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 .....

বাকৃবির নিয়োগ বাণিজ্যে জড়িত ছিলেন ভিসিসহ প্রভাবশালীরা

গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন

■ বাকৃবি সংবাদদাতা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) কর্মচারী নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রমাণ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম গঠিত তদন্ত কমিটি। প্রশ্নবিদ্ধ নিয়োগে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক, নিয়োগ কমিটির সদস্য, কতিপয় আওয়ামীপন্থি প্রভাবশালী শিক্ষক সম্পৃক্ত ছিলেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। ওই নিয়োগে বাকৃবি ছাত্রলীগ, স্থানীয় ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সম্পৃক্ততাও পেয়েছে তদন্ত কমিটি।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, কর্মচারী নিয়োগে উপাচার্যের আর্থিক লেনদেন, শিক্ষক ফোরামের শৃঙ্খলা ভঙ্গ খতিয়ে দেখতে গত ৯ এপ্রিল একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম। কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. পরেশচন্দ্র মোদককে প্রধান করে তিন সদস্যের ওই কমিটির অপর দুই সদস্য ছিলেন ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আলীম এবং ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আ.খ.ম. গোলাম সারওয়ার।

দশ পৃষ্ঠার ওই তদন্ত প্রতিবেদনে উপাচার্যের অবৈধ নিয়োগ, নিয়োগে দুর্নীতি, নিয়োগ-বাণিজ্য, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের কতিপয় শিক্ষকের চরিত্র হননের চেষ্টার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, নৈতিকস্খলন ও নারী কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের ব্যানারে আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের আন্দোলন বানচাল করতে চেষ্টা করেন অভিযুক্ত কয়েকজন শিক্ষক। এ সময় দলীয় সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে প্রশাসনের স্ব স্ব পদে বহাল থাকেন শিক্ষক ফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এম. এ সালাম, তৎকালীন ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. জহিরুল হক খন্দকার, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. হারুন-অর-রশিদ, শহীদ নাজমুল আহসান হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আওয়াল, সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মহিরউদ্দীন ও অধ্যাপক ড. মো. এহসানুর রহমান।

এদিকে তদন্ত কমিটি ভিসি অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হকের বিরুদ্ধে নিয়োগ-বাণিজ্যসহ নৈতিক স্খলনের প্রমাণ পেয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের একজন শিক্ষক হিসেবে ওই হেন কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকায় সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে একটি কমিটি গঠন করে উপাচার্যের বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে বিচার করার সুপারিশ করা হয়।

এছাড়া ক্ষমতা অপব্যবহারের জন্য মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হককে আগামী পাঁচ বছরের জন্য সংগঠনের কোনো দায়িত্বশীল পদে মনোনয়ন না দেয়ার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।